Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৪ আশ্বিন ১৪৩২

DU in Media

29 September 2025

নয়া দিগন্ত

নীলক্ষেত নয়, ৫ ধাপের সুরক্ষা শেষে ছাপানো হয় ডাকসুর ব্যালট পেপার

● ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে নীলক্ষেতে ৮৮ হাজার ব্যালট ছাপানোর বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশন। গতকাল রোববার সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনস্থ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাস রুমে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে ঢাবি ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান যাবতীয় বিষয় নিয়ে ব্রিফ করেন।

ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সহযোগী ভেন্ডর অবহিত করেন, "নীলক্ষেতে ২২ রিম কাগজ দিয়ে ৮৮ হাজার ব্যালট ছাপায়। যা থেকে প্রিন্টিং, কাটিং, প্রি-স্ক্যান পর্ব শেষে নির্দিষ্ট পরিমাণে ব্যালট প্যাকেটে সিলগালা করে ৮৬ হাজার ২৪৩টি ব্যালট সরবরাহযোগ্য করা হয় এবং অতিরিক্ত ব্যালটগুলো প্রচলিত পদ্ধতিতে নষ্ট করে ফেলা হয়। ভেন্ডর আরো জানায় যে, নীলক্ষেতে কাটিং শেষে প্রি-স্ক্যান ও পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য তারা তাদের মূল অফিসে এনে প্রি-স্ক্যান সম্পন্ন করে নির্দিষ্ট পরিমাণে প্যাকেটে ভরে সিলগালা করে বিশ্ববিদ্যালয়কে সরবরাহ করে। তারা আরো জানান যে, তারা ব্যালট প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়ায় ও আনা নেয়ায় চুক্তি মোতাবেক সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। ব্যস্ততার কারণে কর্তৃপক্ষকে তারা নীলক্ষেতে ব্যালট প্রিন্টিং ও কাটিংয়ের বিষয়টি জানাতে ভুলে যায় বলে স্বীকার করে।"

তিনি আরো বলেন, "সমস্ত নিয়ম মেনে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে একটি অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানকে ব্যালট পেপার ছাপানোর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। রেকর্ডসংখ্যক ভোটার ও প্রার্থীর বিবেচনায় দ্রুততম সময়ে নির্ধারিত পরিমাণ ব্যালট ছাপানোর স্বার্থে আমাদের মূল ভেন্ডরের সাথে আলোচনা করে সমযোগ্য একটি সহযোগী/এসোসিয়েট প্রতিষ্ঠানকে একই টেন্ডারের অধীনে কাজে সম্পৃক্ত করার অনুমতি দেয়া হয়।

অভিযোগ সম্পর্কে ঢাবি প্রশাসন

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করার ব্যাখ্যায় উক্ত সহযোগী ভেন্ডর প্রশাসনকে এর কারণ জানিয়েছেন। ভিসি বলেন, "এটা পরিস্কারভাবে অনুধাবনযোগ্য যে, ব্যালট পেপার ছাপানোর স্থান বা সংখ্যা সুষ্ঠু নির্বাচনকে কোনোভাবে প্রভাবিত করে না। কারণ, ব্যালট পেপার ভোটের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত করতে কয়েকটি ধাপ সম্পন্ন করতে হয়। ব্যালট পেপারটি ছাপানোর পর তা নির্দিষ্ট পরিমাপে কাটিং করতে হয়। তারপর সুরক্ষা কোড আরোপ করে ওএমআর মেশিনে প্রি-স্ক্যান করে তা মেশিনে পাঠযোগ্য হিসেবে প্রস্তুত করতে হয়। এরপর চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার সীলসহ স্বাক্ষর ও কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং কর্মকর্তার স্বাক্ষরযুক্ত হলেই তা ভোট গ্রহণের জন্য উপযুক্ত হয়। এ সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেই পূর্ণ সতর্কতার সাথে (DUE DILIGENCE) ভোট গ্রহণ করা হয়েছে।"

ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, "কার্যাদেশ অনুযায়ী, উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় চূড়ান্তভাবে ২ লাখ ৩৯ হাজার ২৪৪টি ব্যালট ভোট গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করা হয়। মোট ভোটার ৩৯ হাজার ৮৭৪* ভোটার প্রতি ৬টি ব্যালট। মোট ভোট দিয়েছেন ২৯ হাজার ৮২১ জন ভোটার। মোট ব্যালট ব্যবহার করা হয়েছে ১ লাখ ৭৮ হাজার ৯২৬টি। অবশিষ্ট ■ ৪৫ পৃ: ২-এর কলামে



সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. নিয়াজ আহমেদ খান ■ নয়া দিগন্ত

নীলক্ষেত নয়, ৫ ধাপের সুরক্ষা শেষে

৩য় পৃষ্ঠার পর

ব্যালট ৬০ হাজার ৩১৮।"

সিসিটিভি ফুটেজ এবং ভোটারদের স্বাক্ষরিত তালিকা দেখানোর দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "অভিযোগের প্রেক্ষাপটে সিসিটিভি ফুটেজ এবং ভোটারদের স্বাক্ষরিত তালিকার বিষয়টি আবার সামনে এসেছে। এ বিষয়ে ইতঃপূর্বে আমরা বিস্তারিত জানিয়েছি যে, কোনো প্রার্থী যদি সুনির্দিষ্ট কোনো সময়ের/কোনো একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা পর্যালোচনা করার জন্য সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে চান তারা যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত বিশেষজ্ঞ বা মনোনীত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত কোনো স্থানে তা দেখতে বা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। ভোটারদের স্বাক্ষরযুক্ত ভোটার তালিকা দেখানোর বিষয়ে আমরা পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ আইনজীবীদের সাথে অধিকতর আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে তাদের পরামর্শ নিম্নরূপ : কোনো প্রার্থী যদি নির্দিষ্ট ও যৌক্তিক কারণে নির্দিষ্ট কারো স্বাক্ষর পর্যবেক্ষণ করতে চায় সেক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত বিশেষজ্ঞ বা মনোনীত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে দেখানো যেতে পারে।"

এ সময় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমদ, আইসিটি সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোসাদ্দেক হোসেন কামাল তুষার, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) মুন্সী শামস উদ্দিন আহম্মদ। এ ছাড়াও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, অধ্যাপক গোলাম রব্বানী, সহযোগী অধ্যাপক শারমীন কবীর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আইনজীবী।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৪ আশ্বিন ১৪৩২

DU in Media

29 September 2025

The Country Today **নয়া দিগন্ত**



Oxford University Emeritus Professor meets with DU VC

DU Correspondent

Emeritus Professor of Oxford University, UK, Dr. Sir Walter Bodmer met with Vice-Chancellor of Dhaka University, Professor Dr. Niaz Ahmed Khan at his office on Sunday.

During the meeting, they exchanged views on the modernization of education and research activities of Dhaka University. The Vice-Chancellor briefed the guest about the brief history of Dhaka University and its education and research activities. He thanked the guest for coming to Dhaka University and delivering special lectures in various departments of this university.

Earlier, Professor Dr. Sir Walter Bodmer delivered a special lecture titled "Human Genome: Cancer and Immunotherapy" **Continued to page 2**

Oxford University

at the Dhaka University Pharmacy Lecture Theatre. The event was organized by the Faculty of Pharmacy. It is mentioned that Professor Dr. Sir Walter Bodmer delivered four more special lectures on various topics in different departments.

ঢাবি ভিসির সাথে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপকের সাক্ষাৎ

যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. স্যার ওয়াল্টার বোডমার গতকাল রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সাথে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের আধুনিকায়নের বিষয়ে মতবিনিময় করেন। ভিসি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে অতিথিকে অবহিত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ বক্তৃতা প্রদানের জন্য তিনি অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

এর আগে, অধ্যাপক ড. স্যার ওয়াল্টার বোডমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসি লেকচার থিয়েটারে ■ ১১ পৃ: ৬-এর কলামে

ঢাবি ভিসির সাথে অক্সফোর্ড

৩য় পৃষ্ঠার পর

"হিউম্যান জিনোম : ক্যান্সার এবং ইমিউনোথেরাপি" শীর্ষক বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। ফার্মেসি অনুষদ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. স্যার ওয়াল্টার বোডমার বিভিন্ন বিভাগে নানা বিষয়ে আরো চারটি বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। বিজ্ঞপ্তি।

সমকাল



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মলচত্বরে শনিবার রাত ১০টার পরে এক ছাত্রী প্রবেশ করতে গিয়ে প্রক্টরিয়াল বডির বাধার মুখে পড়েন। ঘটনায় প্রতিবাদে রোববার রাত ১০টার পর একদল ছাত্রী মলচত্বরে আড্ডায় অংশ নেন

সমকাল

রাত ১০টার পর মলচত্বরে ছাত্রীদের প্রতিবাদী 'আড্ডা'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মলচত্বরে শনিবার রাত ১০টার পরে এক ছাত্রী প্রবেশ করতে গিয়ে প্রক্টরিয়াল বডির বাধার মুখে পড়ায় প্রতিবাদ জানিয়ে গতকাল রোববার রাত ১০টার পরে সেখানে আড্ডায় অংশ নিয়েছেন একদল ছাত্রী। এদিকে বাধা দেওয়ার ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমেদ।

নারী শিক্ষার্থীরা গতকাল রোববার রাত সোয়া ১০টার দিকে মল চত্বরে ফোয়ারার সামনে আসেন। তারা একটি কেক কাটেন। পরে কিছু সময় আড্ডা দিয়ে চলে যান। এ সময় ছাত্রদলের ছাত্রীবিষয়ক সম্পাদক চেমন ফারিয়া ইসলাম মেঘলা বলেন, 'নিরাপত্তা ইস্যুটা সবার জন্য প্রযোজ্য। এটা শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রে হয় বিষয়টা তো ওরকম না। অনেক মেয়ের বাসা দূরে। উত্তরবঙ্গ থেকে যারা আসে, তাদের হলে পৌঁছাতে সাত ঘণ্টা আট ঘণ্টা লাগে। কিন্তু হল গেট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে রাত ১০টায়। এর পরে তারা কী করবে?' গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র আশরেফা খাতুন বলেন, আমরা এখানে আড্ডা দিচ্ছি। স্বাভাবিকভাবে আমরা আড্ডা দিতে পারি।

প্রক্টরের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'শনিবার রাতে মল চত্বরে প্রবেশের সময় এক নারী শিক্ষার্থীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। নারী শিক্ষার্থীদের রাত ১০টার পর ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকায় প্রবেশে কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে বহিরাগত ও ভবঘুরেদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

শনিবার রাতে ডিজাস্টার সায়েন্স অ্যান্ড ভালনারিবিলিটি স্টাডিজ বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ইসরাত জাহান গয়না মল চত্বরে প্রবেশ করতে গিয়ে নিরাপত্তাকর্মীদের বাধার মুখে পড়ার অভিযোগ তোলেন। ফেসবুকে একটি পোস্টে তিনি উল্লেখ করেন, 'মল চত্বরে আমরা ঢোকার সময় দুইজন গার্ড আমাদের ডেকে বারণ করেন ভিতরে ঢুকতে। তিনি জানলেন নিয়ম হয়েছে উপরের অর্ডারে যে মেয়েরা মল চত্বরে ১০টার পর ঢুকতে পারবে না। এরপর প্রক্টরকে কল দেই। আমি জানালাম যে এই নিয়ম আমাদের অবগত করা হয় নাই কেনো। কারণ আমরা তো হয়রানিতে পড়ছি। জবাবে তিনি জানান, আমরা যেহেতু নোটিশ করিনি আমাদের নিয়ম জানানো হবে।' পোস্টে ইসরাত জানান, পরে প্রক্টর নিরাপত্তাকর্মীদের তাঁকে এবং তাঁর বান্ধবীকে প্রবেশের অনুমতি দিতে বলেন। তবে তাদের কার্ডের ছবি তুলতে হয় এবং অভিভাবকের ফোন নম্বরও চাইতে বলা হয়।

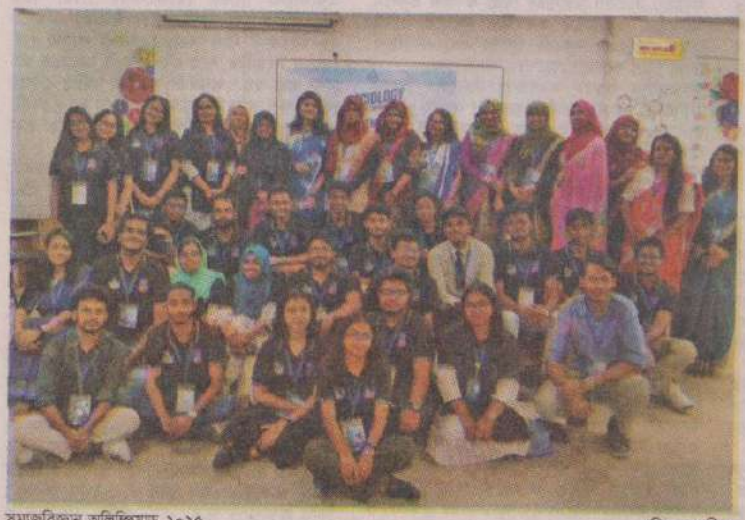
এ ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর ফেসবুকে সমালোচনা হয়। এ ঘটনায় ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক এস এম ফরহাদ বলেছেন, এসব অদ্ভুত নিয়মের অবশ্যই সমাধান করা হবে। হলে প্রবেশের সময়সীমা ও পরিচয় শনাক্তকরণ বিষয়ে পাঁচ ছাত্রী হলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সেই সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য করা হবে।

বণিক বার্তা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথমবারের মতো সমাজবিজ্ঞান অলিম্পিয়াড

তিনদিনব্যাপী এ আয়োজনের প্রতিটি সেগমেন্টে শিক্ষার্থীরা প্রদর্শন করেছেন নিজেদের প্রতিভা। প্রবন্ধ লেখা, কুইজ, দলীয় বিতর্ক ও কেস স্টাডি প্রেজেন্টেশন সব মিলিয়ে জমে ওঠে প্রতিযোগিতা। বিজয়ীদের হাতে তুলে দেয়া হয় মেডেল, সার্টিফিকেট ও মোট ৫০ হাজার টাকার প্রাইজমানি



সমাজবিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ২০২৫ ছবি : সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো সমাজবিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ২০২৫। সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ও সোশিওলজি রিসার্চ অ্যান্ড রাইটিং ক্লাব যৌথভাবে তিন দিনব্যাপী এ উৎসবের আয়োজন করে। এ প্রতিযোগিতা শুধু ঢাবি নয়, দেশের সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করেছে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। সাধারণত একাডেমিক প্রতিযোগিতা ঢাবির অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু এ আয়োজনে দেশের বিভিন্ন পাবলিক, প্রাইভেট ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। ফলে প্রথমবারের মতো একটি জাতীয় প্লাটফর্মে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা মিলিত হলেন। প্রতিযোগিতায় ছিল একক ও দলীয় উভয় রাউন্ড। প্রশ্নপত্রে উঠে আসে সমাজতত্ত্বের মৌলিক তত্ত্ব, সমকালীন বাংলাদেশ, বৈশ্বিক সামাজিক সমস্যা ও তার সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গি। প্রতিটি রাউন্ডেই শিক্ষার্থীরা প্রদর্শন করেন তাদের বিশ্লেষণী চিন্তাভাবনা, গবেষণার দক্ষতা ও সৃজনশীলতা।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগী ফারহান বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে অংশ নেয়া আমার জন্য গর্বের। পাঠ্যবইয়ের বাইরে সমাজতত্ত্বকে ভিন্নভাবে দেখার সুযোগ হয়েছে। মনে হচ্ছে, এ আয়োজন আমাদের চিন্তাকে নতুন জানালা খুলে দিয়েছে।'

তিন দিনব্যাপী এ আয়োজনের প্রতিটি সেগমেন্টে শিক্ষার্থীরা প্রদর্শন করেছেন নিজেদের প্রতিভা। প্রবন্ধ লেখা, কুইজ, দলীয় বিতর্ক ও কেস স্টাডি প্রেজেন্টেশন সব মিলিয়ে জমে ওঠে প্রতিযোগিতা। বিজয়ীদের হাতে তুলে দেয়া হয় মেডেল, সার্টিফিকেট ও মোট ৫০ হাজার টাকার প্রাইজমানি। প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে দেয়া হয় সার্টিফিকেট। আয়োজকরা জানান, এ স্বীকৃতি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ একাডেমিক ও পেশাগত জীবনে অতিরিক্ত মূল্য যোগ করবে। এক বিজয়ী শিক্ষার্থী আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, 'প্রথমবার জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার পাওয়া আমার জীবনের বড় অর্জন। এটি আমাকে ভবিষ্যতে গবেষণার পথে আরো অনুপ্রাণিত করবে।'

সোশিওলজি রিসার্চ অ্যান্ড রাইটিং ক্লাবের আহ্বায়ক মো. আব্দুল আহাদ বলেন, 'প্রথমবারের মতো সোশিওলজি অলিম্পিয়াড আয়োজন করতে পেরে আমরা গর্বিত। এ আয়োজন শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল কাজের প্রতি আগ্রহী করবে এবং তাদেরকে সমাজ নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করবে। আমরা আশাবাদী, এ ধরনের সৃজনশীল প্রতিযোগিতা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ অন্য সব বিভাগের জন্য এক অনন্য রোল মডেল হয়ে উঠবে।'

ঢাবির সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ফাতেমা রেজিনা ইকবাল বলেন, 'সমাজবিজ্ঞান কেবল পাঠ্যপুস্তকের বিষয় নয়, বরং এটি সামাজিক সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার হাতিয়ার। এ অলিম্পিয়াড তরুণদের বাস্তব সমস্যার দিকে মনোযোগী করবে। জাতীয় পর্যায়ে সমাজতত্ত্ব শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি বড় প্লাটফর্ম। এখান থেকে তৈরি হবে এমন গবেষক ও চিন্তাবিদ, যারা ভবিষ্যতের নীতিনির্ধারণে প্রভাব ফেলতে পারবেন।' আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী বছর থেকে এ অলিম্পিয়াড আরো বড় পরিসরে আয়োজন করা হবে। শুধু জাতীয় পর্যায়ে নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রতিযোগিতার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

■ বণিক বার্তা প্রতিনিধি, ঢাবি